যুগান্তর

তারিখ 30 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

নন-এমপিও শিক্ষকদের অবস্থান

কাল থেকে আমরণ অনশন

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত আছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে টানা চতুর্থ দিন শুক্রবারও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। এতে সারা দেশ থেকে আসা কয়েক হাজার শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। অবস্থান কর্মসূচি থেকে তাদের দাবি মেনে নেয়া না হলে কাল থেকে আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন শিক্ষকরা। ১ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ উৎসবে অংশ নেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা।

নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের ব্যানারে ওই কর্মসূচি চলছে। এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ ড. বিনয় ভূষণ রায়। শুক্রবার শিক্ষকরা প্রায় সারা দিনই বক্তৃতা করেন। স্লোগান দেন। এ সময় তারা ঘোষণা দিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচি পালন করছেন। সরকারের কোনো না কোনো পর্যায়ের আশ্বাসে ফিরে গেছেন। তবে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

কাল থেকে আমরণ অনশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবার দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবেন না। চতুর্থ দিনেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আশ্বাস পাননি জানিয়ে অধ্যক্ষ গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার বলেন, চার দিন ধরে আন্দোলন করছি। ৩১ ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যাব। আবদুল কুদ্দুস নামে এক শিক্ষক বলেন, আমাদের সন্তানরাও স্কুল-কলেজে পড়ছে। তাদেরও স্কুল বেতন দিতে হয়। কিন্তু বিনা বেতনে আমরা বহু দিন ধরে চাকরি করছি। শিক্ষকতা পেশাকে ভালোবেসে কষ্ট করেও আছি এ পেশায়। পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। সরকারের কাছে আকুল আবেদন, আমাদের বেতনভুক্ত করা হোক। অধ্যক্ষ বিনয়ভূষণ রায় বলেন, সরকারকে আমরা নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা তৈরির অনুরোধ করেছি। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১০ বছরেও তা করেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা অনশনে যাচ্ছি। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঢাকা ছাড়ব না। শিক্ষকরা জানান, ৫ হাজারের বেশি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার লক্ষাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওবঞ্চিত। তারা না খেয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ১৫-২০ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন। তবে এখন আর তা পারা যাচ্ছে না।